জয়পুরহাট ও রাজশাহীতে কোরবানী পশুর হাট জমে উঠছে

রাজশাহী থেকে রেজাউল করিম রাজু

পবিত্র ঈদুল আজহার দিন এগিয়ে আসার সাথে সাথে রাজশাহী অঞ্চলের কোরবানির পশু হাটগুলোয় ব্যস্ততা বাড়ছে। চট্টগ্রাম, ঢাকা, সিলেটসহ বিভিন্ন স্থান থেকে পশু ব্যবসায়ীরা আসছেন। তারাও হাটে গরু-ছাগল আমদানি পর্যবেক্ষণ করছেন এবং কিছু কিছু কিনে নিজ নিজ ব্যবসাস্থলে ট্রাকে করে পাঠাচ্ছেন। তবে শহরের মানুষ এখনো হাটমুখী হয়নি। রাজশাহী অঞ্চলের গরু-ছাগলের হাটগুলো হল– চাঁপাইনবাবগঞ্জের বটতলা হাট, সোনাইচণ্ডী হাট, রাজশাহীর সিটি বাইপাশ, দামকুড়া, গোদাগাড়ির সুলতানগঞ্জ, রাজাবাড়ি, মহিষালবাড়ি, নওহাটা, কেশরহাট, বানেশ্বর, মচমইল, মোহনগঞ্জ, তাহেরপুর ও কাটাখালি হাট। নওগাঁর চৌবাড়িয়া, নাটোরের তেবাড়িয়া হাটসহ বিভিন্ন হাটে এবার গরু-ছাগল উঠতে শুরু করেছে। এক সময় রাজশাহীর গোদাগাড়ির সুলতানগঞ্জ হাটের ওপর এ অঞ্চলের গরু ব্যবসা ছিল জমজমাট। সীমান্তের ওপার থেকে প্রতিদিন বিপুল পরিমাণ গরু-মহিষ আসতো। এখানে গড়ে ওঠে করিডোর। প্রতিদিন কোটি কোটি টাকা রাজস্ব আয় হতো করিডোরে। সারাদেশের পাইকাররা ভিড় জমাতো এখানে। হঠাৎ করে কড়াকড়ি আরোপ করায় সুলতানগঞ্জ করিডোর এখন মৃতপ্রায়। সীমান্তের ফাঁকফোকর দিয়ে যা আসে তা আশপাশের হাটগুলোয় ওঠে। ব্যবসায়ীরা বিপুল পরিমাণ গরু-মহিষ সীমান্তের ওপার জড়ো করা হয়েছে বলে জানিয়েছে। বিএসএফের কড়াকড়ির কারণে এপারে আসতে পারছে না। ব্যাপারী ও সাধারণ ক্রেতারা অপেক্ষায় রয়েছে ওইসব গরু-মহিষ আসার। এখন যা হাটগুলোতে আমদানি হচ্ছে তা দেশের ভেতরের লালন-পালন করা। বিশেষত কোরবানি ঈদকে টার্গেট করে কৃষাণীরা বাড়িতে গরু-ছাগল লালন-পালন করা শুরু করেছে গত ক'বছর ধরে। ভারত থেকে যেসব গরু আসে তার প্রায় সবই বোল্ডার জাতের। যার দাম সাধারণ ক্রেতাদের নাগালের বাইরে থাকে। যারা ভাগাভাগি করে কোরবানি দেন তারা কেনেন। বোল্ডার গরুর সবচেয়ে বেশি চাহিদা চট্টগ্রাম ও ঢাকায়। স্থানীয় ক্রেতাদের ঝোঁক দেশী জাতের ছোট গরু। সীমান্তের ওপার থেকে ব্যাপকহারে গরু-মহিষ না আসায় এখন পর্যন্ত হাট দখল করে রয়েছে দেশী গরুতে।

জয়পুরহাট থেকে আবু মুসা

কোরবানির ঈদ উপলক্ষে ধীরে ধীরে জমে উঠছে জয়পুরহাট জেলার গরু-ছাগলের হাটগুলো। ব্যাপক আমদানি ও গরুর দাম কম হওয়ায় এসব হাটে বাড়ছে ক্রেতা-বিক্রেতাদের ভিড়। জেলার ৫টি উপজেলায় প্রায় ১০টি ছোট-বড় গরু-ছাগলের হাট আছে। এর মধ্যে শহরের নতুনহাট, পাঁচবিবি উপজেলার পাঁচবিবি গোহাটি, কালাই উপজেলার কালাইহাট ও মুসলেমগঞ্জ হাট, ক্ষেতলাল উপজেলার হোপেরহাট ও ইটাখোলা, আক্কেলপুর উপজেলার আক্কেলপুর এবং গোপীনাথপুর হাট উল্লেখযোগ্য। সদর উপজেলার দুর্গাদহ বাজার, মাধাইনগর হাট ও বটতলী হাট, পাঁচবিবি উপজেলার ধরঞ্জী বাজার ও বাগজানা হাট, কালাই উপজেলার মোলামগাড়গী হাট, আক্কেলপুর উপজেলার তিলকপুর হাট ও জামালগঞ্জ হাটসহ বিভিন্ন স্থানে অস্থায়ী গরুর-ছাগলের হাট বসে। কোরবানির ঈদ সামনে রেখে জেলার স্থায়ী গরুর হাটগুলোতে গরু আমদানি বেড়ে গেছে। জেলার ৫টি উপজেলা ছাড়াও পার্শ্ববর্তী দিনাজপুর জেলার হাকিমপুর, ফুলবাড়ী, নবাবগঞ্জ, বিরামপুর, নীলফামারী জেলার জলঢাকা, ডিমলা, কিশোরগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া, শাহজাদপুর, রায়গঞ্জ, নওগাঁ জেলার রানীনগর, ধামুইরহাট, পত্নীতলা, সাঁপাহার, বদলগাছি, বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ, মহাস্থান, দুপচাঁচিয়া, আদমদীঘি উপজেলা থেকে হাটগুলোতে বিক্রির জন্য গরু আমদানি করছে বিক্রেতারা। সদর উপজেলার দাদরা জন্তিগ্রামের গরু ব্যবসায়ী জানান, এবার ভারতীয় গরু কম। গৃহস্থের বাড়ির ও ব্যক্তিমালিকানাধীন ফার্মের গরু আমদানি হচ্ছে বেশি। ক্ষেতলাল খোশবদন আলিম মাদ্রাসার শিক্ষকের সাথে কথা হলে তিনি জানান, আজ এসেছি গরু দেখার জন্য। সামনে আমদানি আরো বাড়লে দাম কমবে। এখন বিক্রেতারা খুব চড়া দাম হাঁকাচ্ছে। ফেনীর দাগনভূঁইয়া উপজেলা থেকে গরু কিনতে নতুন হাটে এসেছেন গরু ব্যবসায়ী আবুল হাশেম। তিনি জানান, আমরা একসাথে ৩৫ জন ব্যবসায়ী ফেনী থেকে এসেছি। কুমিল্লার ১২ জন ব্যবসায়ী

আমাদের পাশের হোটেলে উঠেছে। তারাও গরু কেনার জন্য এসেছে। ঢাকার গাবতলীর গরু ব্যবসায়ী জানান, অন্যান্য জেলার চেয়ে জয়পুরহাটে গরুর দাম কম হওয়ায় আগাম এসেছি। এখানে কম দামে কিনতে পারলে ঈদের আগে ঢাকায় বেশি লাভে বিক্রি করা যাবে।

গারো পাহাড়ে শিমের আশাতীত ফলন

শ্রীবরদী (শেরপুর) উপজেলা সংবাদদাতা

শেরপুর জেলার সীমান্তবর্তী গারো পাহাড়ের চাষীরা শিম চাষ করে লাভবান হয়ে উঠছে। ধানের বিকল্প হিসেবে শিম চাষ করে সংসারের অভাব দূর করছে পাহাড়ি এলাকার কৃষকরা। ফলে তাদের মুখে ফুটে উঠেছে হাসি। শেরপুর জেলার সীমান্তবর্তী শ্রীবরদী, ঝিনাইগাতী ও নালিতাবাড়ী উপজেলার গারো পাহাড়ি এলাকার যেসব জমিতে ধান চাষ করলে ভাল হয় না ওইসব জমিতে শিম চাষ শুরু করেছে কৃষকরা। কৃষি বিভাগ এজন্য কৃষকদের উন্নত বীজ, প্রশিক্ষণ, সার, কীটনাশক ও সহজ শর্তে কৃষিঋণ সহায়তা দিয়ে আসছে। চলতি মৌসুমে এ পাহাড়ি এলাকায় প্রায় ৫শ' হেক্টর জমিতে শিম চাষ করা হয়েছে। একই ক্ষেতে বেগুনেরও চাষ করেছে কৃষকরা। সমন্বিত এ চাষ পদ্ধতিতে কৃষকরা একই খরচে অধিক সবজি উৎপাদন করছে। ফলে তারা লাভবান হচ্ছে অনেক বেশি। যাদের এক সময় কাজ ছিল না, বেকার অবস্থায় হতাশায় দিন কাটাতে হতো, তারা এখন শিম চাষ করে স্বাচ্ছন্দ্যে সংসার চালাচ্ছে। এখন হতাশার পরিবর্তে তাদের মুখে ফুটে উঠেছে হাসি। তাই এ এলাকায় দিন দিন শিম চাষসহ অন্যান্য সবজির আবাদ বেড়েই চলেছে। শেরপুরের গারো পাহাড়ে উৎপাদিত শিম এ এলাকার চাহিদা মিটিয়ে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পাঠানো হয়ে থাকে। গারো পাহাড়ের সন্ধ্যাকুড়া গ্রামের শাহিনুর রহমান ৮ম শ্রেণী পাস করে বেকার অবস্থায় হতাশায় দিন কাটাতো। এক সময় সে তার ৭ কাঠা জমিতে শিম চাষ শুরু করে। একই জমিতে সে বেগুনসহ অন্যান্য সবজির আবাদও করে আসছে। সে শুধু শিম চাষ করেই বছরে আয় করে প্রায় ৭০ হাজার টাকা। সে বর্তমানে সাবলম্বী। বেকারত্বের হতাশা দূর হয়ে তার মুখে ফুটে উঠেছে হাসি। সে এ প্রতিনিধিকে জানায়, তার সংসার এখন খুব সুন্দরভাবে চলছে। তাদের পরিবারে কোন অশান্তি নেই। পার্শ্ববর্তী গোমরা গ্রামের বিধবা আঞ্জুয়ারা বেগম তার স্বামীর মৃত্যুর পর ৬-৭ বছর থেকে তার ৬ কাঠা জমিতে সমন্বিত পদ্ধতিতে শিম ও বেগুন চাষ করে আসছেন। আর এখান থেকে যে আয় হয় তা দিয়েই সংসার চলছে ভালভাবে। তিনি এ প্রতিনিধিকে জানান, হঠাৎ করে হার্টঅ্যাটাকে তার স্বামীর মৃত্যুর পর তাদের অনেক কষ্টে দিন চলতো। কিন্তু সবজির আবাদে তাদের এ কষ্ট দূর হয়েছে। এ ব্যাপারে শেরপুর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক কৃষিবিদ বানেজ আলী মিয়া জানান, গারো পাহাড়ে অনেক জমিতে সেচ দিতে অসুবিধা। তাই ওইসব জমিতে ধান চাষ ভাল হয় না। এ এলাকার কৃষকদের বিকল্প ফসল হিসেবে সবজির আবাদ করার জন্য পরামর্শ দেয়া হচ্ছে। সবজির আবাদ করেও কৃষকরা লাভবান হওয়ায় দিন দিন সবজির আবাদ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

স্থানীয় কৃষি বিশেষজ্ঞদের মতে, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা, সাহায্য-সহযোগিতা পেলে গারো পাহাড়ি অঞ্চল হতে পারে দেশের বৃহৎ সবজি উৎপাদনকারী এলাকা।

জমিয়াতুল মোদার্রেছীন ঘাটাইল শাখা গঠিত

ঘাটাইল (টাঙ্গাইল) উপজেলা সংবাদদাতা

গত বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীন ঘাটাইল উপজেলা শাখার কমিটি গঠনকল্পে এক সভা ঘাটাইল দাখিল মাদরাসায় অনুষ্ঠিত হয়। মাওলানা আবদুল হাইয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন মাওলানা জাহিদুল ইসলাম, মাওলানা লিয়াকত আলী, অধ্যাপক মতিয়ুর রহমান, মোঃ বিল্লাল আহমেদ পলাশ প্রমুখ। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট ৩ বছর মেয়াদী কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়। কার্যকরী কমিটির সদস্যরা হলেন সভাপতি মাওলানা জাহিদুল ইসলাম, সহ-সভাপতি মাওলানা লিয়াকত আলী,

মাওলানা মুন্নাফ, মাওলানা আবুবকর সিদ্দিক, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আজহারুল ইসলাম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুল হাই, কল্যাণ সম্পাদক অধ্যাপক মতিয়ুর রহমান খান, সহ-কল্যাণ সম্পাদক মোঃ রফিকুল ইসলাম, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মাওলানা সাইফুল ইসলাম, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক মোঃ শামছুল হক, সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ আনোয়ার হোসেন, দফতর সম্পাদক মোঃ রইচ উদ্দিন, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক নাছিমা খানম, হিসাব নিরীক্ষক সম্পাদক মোঃ মইন উদ্দিন, সহ-হিসাব সম্পাদক আতিকুর রহমান। এছাড়া ৫ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়। এরা হলেন মাওলানা আঃ হাই, ফজলুল করিম, মোঃ আঃ কাদের, মোঃ মহিউদ্দিন এবং খন্দকার বিল্লাল আহমেদ পলাশ।

কুয়াশার চাদরে ঢাকা ঝিনাইগাতী

ঝিনাইগাতী (শেরপুর) উপজেলা সংবাদদাতা

গত ৩ দিন ধরে কুয়াশার চাদরে ঢাকা ঝিনাইগাতী। সকালে সামান্য গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টির পর ৩ দিনেও আর সূর্যের মুখ দেখা যায়নি। আর অগ্রহায়ণের প্রথম সপ্তাহেই শীতও জেঁকে বসেছে। হালকা বৃষ্টিপাতের ফলে আমন চাষীরা পড়েছে বিপাকে। ঘাগড়ালয়খা গ্রামের কৃষক আ: আওয়াল ভুট্রো, শালচূড়ার সরোয়ার্দী দুদু মন্ডল, রাংটিয়ার আ: রহমান মাস্টার, রাংটিয়া পাতার অফিসের আহাম্মদ আলী, নওকুচীর শ্রী ধীরেন্দ্র কোচ প্রমুখ আমন চাষী জানান, তারা আগাম আমন ধান কেটে জমিতেই ফেলে রেখেছেন।

চাঁদপুরের লেংড়া জালাল জেলহাজতে

চাঁদপুর জেলা সংবাদদাতা

চাঁদপুর শহরের রেলওয়ে কোর্ট স্টেশন থেকে বোমাসদৃশ বস্তু উদ্ধারের ঘটনায় আটক লেংড়া জালালকে গত বৃহস্পতিবার বিকেলে জেলহাজতে প্রেরণ করা হয়েছে। কিন্তু সেনাবাহিনীর বোমা এক্সপার্ট দলকে খবর দেয়া হলেও তারা না আসায় এখনো সেটি পুলিশের অধীনে পানিতে চুবানো রয়েছে। চাঁদপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার টি এম মোজিহদুল ইসলাম জানান, জালালকে বুধবার দুপুরে আটকের পর থেকে ডিবি ও রেলওয়ে পুলিশ যৌথভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করে। কিন্তু গত বৃহস্পতিবার পর্যন্ত জালালের কাছ থেকে চাঞ্চল্যকর কোনো তথ্য বের না হওয়ায় তাকে ৫৪ ধারায় আদালতে প্রেরণ করা হলে আদালত তাকে চাঁদপুর জেলহাজতে প্রেরণ করে।

চাচা হত্যার দায়ে যাবজ্জীবন

কুমিল্লা থেকে স্টাফ রিপোর্টার

আপন চাচাকে হত্যার দায়ে ভাতিজাকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেছে কুমিল্লা জেলা ও দায়রা জজ এ কে এম জহির উদ্দিন। ১৩ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ শেষে গত বৃহস্পতিবার জেলা ও দায়রা জজ একেএম জহির উদ্দিন আসামী আবদুল জলিলকে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড, পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে আরো দুই বছরের কারাদণ্ডের রায় প্রদান করেন। রাষ্ট্রপক্ষে পিপি মোঃ মজিবুর রহমান ও আসামী পক্ষে এডভোকেট আবুল হাসেম মামলা পরিচালনা করেন।

বিধ্বস্ত সড়ক ॥ অবৈধ দখল অব্যাহত

ভাঙনে কুয়াকাটার অস্তিত্ব বিপন্ন

বরগুনা জেলা সংবাদদাতা

বরগুনার আমতলী থেকে শুরু করে সমুদ্র সৈকত কুয়াকাটা পর্যন্ত ভাঙ্গাচোরা রাস্তা, কুয়াকাটার বিভিন্ন স্থানে অবৈধ দখল এবং সমুদ্রের অব্যাহত ভাঙনে বিশ্বের সবচেয়ে আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র কুয়াকাটার অস্তিত্ব এখন

হুমকির মুখে। আর এসব কারণে দেশী-বিদেশী পর্যটকরাও দিন দিন হারাচ্ছে কুয়াকাটার আকর্ষণ। অথচ এ কুয়াকাটাকে ঘিরে বরগুনা-পটুয়াখালীসহ দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু সরকারের যথাযথ উদ্যোগের অভাবে সে সম্ভাবনা মুখথুবড়ে পড়েছে। ফলে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের অপরূপ দৃশ্য অবলোকনকারী কুয়াকাটার ভবিষ্যৎ এখন অনিশ্চিত। এমনটাই মনে করে কুয়াকাটার মানুষ। সরেজমিন স্থানীয়দের সাথে আলাপ করে জানা গেছে, কলাপাড়া থেকে কুয়াকাটা পর্যন্ত ২২ কিলোমিটার রাস্তা ও ৩টি ফেরি বছরের পর বছর অচল হয়ে পরে থাকলেও তা সংস্কার করার হয়নি। পর্যটকরা এ রাস্তার বেহাল অবস্থার কথা শুনে আর আসতে চায় না। এ সমস্যার কথা স্থানীয় ও জাতীয় পত্র-পত্রিকায় এবং টিভি চ্যানেলে বহুবার উঠে এসেছে। কিন্তু আজও এসব রাস্তা ও ব্রিজ নির্মাণ হয়নি। এলাকাবাসী জানায়, কুয়াকাটায় যাতায়াতের একমাত্র সড়কটি পটুয়াখালী থেকে কলাপাড়া পর্যন্ত ৪৮ কিলোমিটার গত জোট সরকারের আমলে সংস্কার হয়। আর কলাপাড়া থেকে কুয়াকাটা পর্যন্ত ২২ কিলোমিটার রাস্তা সংস্কার ও ৩টি ফেরির স্থলে ব্রিজ নির্মাণের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় টেন্ডার আহ্বান করা হয়। কিন্তু বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর ওই টেন্ডার বাতিল করে নতুন করে টেন্ডার দেয়া হয়। দ্বিতীয়বারের টেন্ডারে দলীয় সন্ত্রাসীদের কারণে প্রকৃত ঠিকাদাররা টেন্ডার ড্রপ করতে পারেননি বলে তারা আদালতে মামলা করেন। মামলা চলতে থাকায় আইনগত জটিলতায় রাস্তার সংস্কার ও ব্রিজ নির্মাণের কাজ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। সমস্যা সমাধানে স্থানীয় সংসদ সদস্য ও পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী আলহাজ মাহবুবুর রহমান তালুকদার বারবার প্রতিশ্রুতি দিলেও তার বাস্তবায়ন দেখা যাচ্ছে না। ফলে কুয়াকাটার হোটেল-মোটেল মালিক সমিতি, স্থানীয় সাধারণ মানুষ ও দেশী-বিদেশী পর্যটকসহ দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের মনে সৃষ্টি হয়েছে ক্ষোভ। অপরদিকে সমুদ্রের ক্রমাগত ভাঙন চলতে থাকায় কুয়াকাটার সৈকত, নারকেল বাগান, ঝাউবন, এলজিইডি'র ডাকবাংলোসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ইতোমধ্যে সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। এখনও অব্যাহত রয়েছে ভাঙন। এদিকে খাজুরা বেঁড়িবাধ হুমকির মুখে রয়েছে। দিন দিন ছোট হয়ে আসছে কুয়াকাটার সৈকত।

কলারোয়ার মাঠে মাঠে সোনারী ধান বিবর্ণ

কলারোয়া (সাতক্ষীরা) উপজেলা সংবাদদাতা

গত কয়েকদিনের বৃষ্টির পানিতে ভিজে কলারোয়ার মাঠের আগাম জাতের পাকা আমন ধান ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এর আগে মাসাধিককাল ধরে বৃষ্টির পানির অভাবে ও রোগবালাইয়ের আক্রমণে প্রায় ৫ হাজার হেক্টর জমির আমন ধান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জানা গেছে, গত ১৬ নভেম্বর থেকে উপজেলার বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টিপাত হচ্ছে। বৃষ্টির পর মেঘলা আবহাওয়া বিরাজ করছে। এতে করে মাঠের কেটে রাখা আমন ধান ভিজে যাচ্ছে। মেঘলা আবহাওয়ায় ধান শুকাতে না পারায় কেটে রাখা ধান মাঠে পড়ে চারা গজাচ্ছে। বৃষ্টিতে ভিজে যাওয়া এই ধান শুকাতে যেয়ে ধান ঝরে পড়ায় চাষীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বৃষ্টির কারণে কাদামাটি মেখে সোনালি ধান বিবর্ণ হচ্ছে। এদিকে বৃষ্টির কারণে চাষীরা অনেক ক্ষেতের পাকা ধান কেটে বাড়ি তুলতে পারছে না। ফলে ধান পেকে গাছ মারা যাওয়ার কারণে গাছ থেকে ধান ঝরে পড়ছে। আর এই প্রতিকূল আবহাওয়ায় ধান কাটতে, বিচলী শুকাতে, ধান ঝেড়ে ঘরে তুলতে অতিরিক্ত মজুরি খরচ হচ্ছে। এর আগে মাসাধিককাল ধরে কলারোয়ায় বৃষ্টির ফোঁটা মাটিতে পড়েনি। ফলে মাঝারি নিচু আমন ক্ষেতের মাটি পর্যন্ত ফেটে যায়। এতে করে ধান গাছের শেকড় কেটে যায়। রসের অভাবে অনেক ক্ষেতে ধানের শীষ ভালভাবে বের হতে পারেনি। আবার ধানের শীষ বের হলেও পানির অভাবে ধানে চিটা পড়ে গেছে। এতে করে অনেক চাষী বিঘাপ্রতি ৩-৪ মনের বেশি ধান ঘরে তুলতে পারছে না। ফলে প্রথমদিকে বৃষ্টির অভাবে এবং বর্তমানে বৃষ্টির পানিতে ভিজে ধান ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় চাষিরা দিশেহারা হয়ে পড়ছে।

লালমোহনে চাঁদার দাবিতে ইউপি মেম্বারের বাড়িতে হামলা

লালমোহন (ভোলা) উপজেলা সংবাদদাতা

লালমোহনে ৪০ দিনের কর্মসৃজন প্রকল্প থেকে ৫০ হাজার টাকা চাঁদার দাবিতে ইউপি মেম্বারের বাড়িতে হামলা

চালিয়েছে আওয়ামী লীগ সমর্থকরা। গত বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলার সদর ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ড মেম্বার জামাল উদ্দিনের বাড়িতে এ হামলা চালানো হয়। এ সময় মেম্বার জামাল উদ্দিনকে খুঁজে না পেয়ে তার অসুস্থ বৃদ্ধ পিতা আঃ রব মিয়াকে অশালীন ভাষায় গালাগাল করে চাঁদার টাকা পৌঁছে দেয়ার হুমকি দিয়ে ক্যাডাররা চলে যায়। মেম্বার জামাল উদ্দিন সাংবাদিকদের জানান, তার অধীনে ওই ইউনিয়নের একটি কর্মসৃজন প্রকল্পে ৩৬ জন শ্রমিক মাটির কাজ করে আসছে। দৈনিক ১০০ টাকা হাজিরার ভিত্তিতে শ্রমিকরা কাজ করে আসলেও ক্যাডাররা জন প্রতি কমিশন দাবি করে আসছে। প্রকল্পের শুরু থেকে দাবিকৃত টাকা না দেওয়ায় গতকাল দুপুরে শতাধিক আওয়ামী লীগ ক্যাডার তার বাড়িতে মারপিটের জন্য যায়। ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল হাই হাওলাদার জানান, ভিজিএফের তালিকা ও বিভিন্ন সুবিধা আদায়ের জন্য ইউনিয়ন পরিষদে ক্যাডারদের উত্তেজনা এবং কর্মসৃজন প্রকল্প থেকে ৫০ হাজার টাকা চাঁদার দাবিতে স্থানীয় জামাল মেম্বারের বাড়িতে যায়। বিষয়টি উপজেলা চেয়ারম্যান ও নির্বাহী অফিসারকে জানানো হয়েছে।

ভালুকায় গার্মেন্টস শ্রমিক অসন্তোষ

ভালুকা (ময়মনসিংহ) উপজেলা সংবাদদাতা

ভালুকায় ঈদের আগে চলতি নভেম্বর মাসের বেতন-বোনাস প্রদান, ন্যায্য মজুরিসহ শ্রমিক নির্যাতনের প্রতিবাদে একটি নিটিং ফ্যাক্টরিতে শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। শ্রমিকরা বিভিন্ন দাবি উল্লেখ করে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেছে।

জানা যায়, উপজেলার কাঁঠালী গ্রামে অবস্থিত রাসেল স্পিনিং মিলের নিটিং সেকশনে দেরিতে বেতন প্রদান, ঈদ বোনাসসহ চলতি মাসের বেতন দিতে রাজি না হওয়া, শ্রমিকদের শারীরিক নির্যাতন ও বেতন কম দেয়ায় শ্রমিকদের মাঝে অসন্তোষ দেখা দেয়। গত বুধবার বিভিন্ন অভিযোগের প্রতিবাদে শ্রমিকরা কাজে যোগদান না করে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করে। শ্রমিকরা জানায়, নিটিং সেকশনে ৮ শতাধিক শ্রমিক কাজ করে। কোন শ্রমিককে উপযুক্ত মজুরি প্রদান করা হয় না। ৬০ টাকার প্রতি পিস কাপড় তাদের ২৫ থেকে ৩০ টাকা দিয়ে বিদায় করে। প্রতিবাদ করলে এপিএম ফরহাদ মারধর শুরু করে। গত ১৫ নভেম্বর হানিফ, মফিজুল ও সাইফুলসহ ৫-৬ জনকে অফিসে নিয়ে মারধর করে চাকরিচ্যুত করা হয়। ২ দিন ফ্যাক্টরিতে উপস্থিত না হওয়ার অভিযোগে নিটিং সেকশনের শ্রমিক বাচ্চু মিয়াকে অক্টোবরের বেতন না দিয়ে নির্যাতন করে চাকরিচ্যুত করা হয়।

মীরসরাইয়ে নেশার টাকা জোগাড় করতে বৃক্ষ নিধন

মীরসরাই (চট্টগ্রাম) উপজেলা সংবাদদাতা

উপজেলার বিভিন্ন স্থানে মাদক সেবনকারী সিন্ডিকেট ঘটিয়ে যাচ্ছে নানা অপকর্ম। প্রায় প্রতিরাতেই উপজেলার বিভিন্ন সড়কের রাস্তার মূল্যবান গাছগুলো উধাও হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ প্রতিরাতে চুরি হয়ে যাচ্ছে রাস্তার ধারে লাগানো সরকারি ও এনজিওদের গাছগুলো। নেশার টাকা জোগাড় করতে কখনো রাতের অন্ধকারে, কখনো প্রকাশ্য দিবালোকে গাছগুলো কেটে নিয়ে যাচ্ছে দুর্বৃত্তরা। সম্প্রতি ৭নং কাটাছড়া ইউনিয়ন চেয়ারম্যান রেজাউল করিম চৌধুরীর পিএস সেলিম গাছ কাটার সময় (চেয়ারম্যানের মোটরসাইকেলসহ) হাতেনাতে ধরা পড়লেও এখনো গাছ কাটা বন্ধ হয়নি। বৃক্ষনিধনেও প্রশাসন নীরব ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। জনগণের মনে ক্ষোভ থাকলেও কিছুই করতে পারছে না তারা। জনগণের প্রশ্ন, প্রতি মাসে এসব মাদক ব্যবসায়ী ও বৃক্ষনিধনকারী চোরাকারবারীদের থেকে কত টাকা ঘুষ নেয় প্রশাসন। তা না হলে প্রকাশ্যে মাদক ব্যবসা করছে, প্রতিরাতে বৃক্ষনিধন করছে, প্রশাসন কোথায়? অন্ধকারে পতিত হবে যুবসমাজ। মাদক ব্যবসায়ীদের তালিকাভুক্ত হল উপজেলা সদরের উত্তর আমবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশে সফি মিয়া রোডের পাইকারি মাদক ব্যবসায়ী সাদ্দামের বৌ ছলিমা খাতুন (৩৫)। মাদক ব্যবসা পরিচালনা করছে। মাদক

ব্যবসায়ী ও মাদকসেবীরা ইদানীং খুবই বেপরোয়া হয়ে পড়েছে। প্রশাসনের দৃষ্টিতে পড়লেও কোন ব্যবস্থা না নেয়ায় যেখানে সেখানে মাদক সেবনসহ বিক্রি করে যাচ্ছে তারা। কয়েকটি বাজার ঘুরে দেখা যায়, মাদক ব্যবসায়ীরা ঘর ভাড়া করে সেই ঘরগুলোতে তাদের ব্যবসার কাজ চালাচ্ছে। তার মধ্যে বারইয়ারহাট, মীরসরাই সদর এলাকা ছাড়াও গ্রামাঞ্চলের বামনসুন্দর দারোগারহাট বাজারের স্থানীয় আবছার সওদাগর তার দোকান ভাড়া দিয়ে রেখেছে মাদক ব্যবসায়ী ও জুয়াড়িদের জন্য। স্থানীয়দের চোখে পড়লেও কেউ কিছুই বলে না তাদের। একজন মাদক ব্যবসায়ীর সাথে কথা হলে জানায়, আমাদের বাধা দেয়ার কেউ নেই, কারণ চেয়ারম্যান-মেম্বাররাই আমাদের থেকে মদ নিয়ে পান করে।

চৌদ্দগ্রামে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন ॥ ঝুঁকিতে কাঁকড়ি ব্রীজ

চৌদ্দগ্রাম (কুমিল্লা) উপজেলা সংবাদদাতা

কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে কাঁকড়ী নদী রক্ষা বাঁধ ও চরের মাটি কেটে অবাধে বিক্রি করছে শক্তিশালী সিন্ডিকেট। অবাধে মাটি কাটার ফলে একদিকে নদী ভাঙ্গনের মুখে পড়ে সর্বস্ব খুইয়ে নিঃস্ব হচ্ছেন নদীর পাড়ের বাসিন্দারা। অপরদিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কসহ যত্রতত্র ট্রাক্টর চলাচলের কারণে ঘটছে দুর্ঘটনা এবং হুমকির মুখে পড়ছে মহসড়কের কাঁকড়ি ব্রীজটি।

চৌদ্দগ্রাম উপজেলার উজিরপুর ইউনিয়নের আশ্রাফপুর, মিয়াবাজার, ঘাসিগ্রাম, রাজারবাজার, পরানপুর, রামচন্দ্রপুর, কলাবাগান, কাশিনগর পয়েন্টে নদীর দুপাড় ও চরের মাটি দিনে-রাতে প্রশাসনের নাকের ডগার উপর দিয়ে কেটে নিয়ে যাচ্ছে প্রভাবশালী সিন্ডিকেট। স্থানীয়রা আরো জানায়, অবাধে মাটি কাটার কারণে প্রতিবছর বর্ষা মৌসুমে নদীর বিভিন্ন পয়েন্টে ভাঙ্গনের সৃষ্টি হয়। নদীর পানি আশেপাশের গ্রামগুলোতে প্রবেশ করে ঘর-বাড়ি, ফসলাদি, মৎস্য খামারসহ সবকিছু তলিয়ে নিয়ে যায়। সর্বস্ব হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ে ওই এলাকার বাসিন্দা। এদিকে নদী থেকে অবৈধভাবে মাটি কেটে নেয়ার ফলে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কাঁকড়ি ব্রীজের নিচের মাটি সরে যাওয়ায় গত বর্ষা মৌসুমে ব্রীজের উত্তর-পশ্চিম পাশে ফাটল সৃষ্টি হলে পানি উন্নয়ন বোর্ড কুমিল্লা ও সওজ কুমিল্লা অঞ্চল বালির বস্তা দিয়ে ফাটল বন্ধ করেন। স্থানীয় লোকজন ক্ষোভের সাথে জানায়, সরকার বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে নদীর ভাঙ্গনসহ বাঁধ ও ব্রীজের মেরামত করলেও অসাধু কর্মকর্তাদের যোগসাজশে নদীর পাড় ও চরের মাটি অবাধে কেটে নিয়ে যাচ্ছে। যার কারণে মহাসড়কের কাঁকড়ি ব্রীজ দিয়ে যান চলাচল ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। এ ব্যাপারে সড়ক ও জনপথ কুমিল্লা অঞ্চলের নির্বাহী একরাম উল্লা জানান, মেরামতের পরে ঝুঁকিমুক্ত রয়েছে মহাসড়কের কাঁকড়ি ব্রীজ। নদী থেকে মাটি কাটার ব্যাপারে চৌদ্দগ্রাম উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বিধায়ক রায় চৌধুরী জানান, নদী থেকে অবৈধভাবে মাটি কাটার কারণে মামলা হওয়ার পর আসামীরা জামিনে বেরিয়ে আবারো মাটি কাটা শুরু করেছে। তবে এদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সহকারী কমিশনার ভূমিকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

পীরগাছা হাটে জুয়া ও মাদকের আস্তানা

গাবতলী (বগুড়া) উপজেলা সংবাদদাতা

বগুড়া সদরের আংশিক ও গাবতলী উপজেলার পীরগাছা হাট এখন জুয়া ও মাদকের আস্তানায় পরিণত হয়েছে। হাটবাজারগুলোতে প্রকাশ্যে মাদক সেবন ও বেচাকেনা হচ্ছে জমজমাটভাবে। পাশাপাশি চলছে জুয়ার আসর। একটি সূত্র জানায়, মাদক বিক্রেতা ও জুয়াড়িরা পুলিশকে মোটা অংকের মাসোহারা দিয়ে প্রকাশ্যে অসামাজিক কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে যুবসমাজসহ স্কুল-কলেজ পড়ুয়া শিক্ষার্থীরা বিপথগামী হচ্ছে। ধ্বংসের পথে যুবসমাজ। অনেকেই নেশা ও জুয়া খেলার টাকা যোগাতে বেছে নিচ্ছে চুরি ও ছিনতাইয়ের পথ। ফলে নীরব চাঁদাবাজির ঘটনা বাড়ছে। পীরগাছা হাটটি বগুড়া সদরের আংশিক ও গাবতলীর অংশ হওয়ায় এ হাট থেকে অতি সহজেই রামেশ্বারপুর ও নারুয়ামালা সুখানপুকুর, কাগইল, দক্ষিণপাড়াসহ পার্শ্ববর্তী শিবগঞ্জ

ও সোনাতলা উপজেলায় যাওয়া সম্ভব হওয়ায় অপরাধীরা অতি অল্প সময়ে তাদের কাজ সেরে পালাতে পারে। পীরগাছা হাট মাদক ব্যবসার জন্য নিরাপদ বলে মাদক ব্যবসায়ীরা মনে করে।

তালায় বন্যাকবলিত হাজার হাজার মানুষের কষ্টের জীবন

তালা (সাতক্ষীরা) থেকে এম এম হায়দার আলী

আর মাত্র কয়েকটা দিন পরেই দেশের মানুষ মেতে উঠবে পবিত্র ঈদুল আজহার মহাআনন্দে। কোরবানির ঈদ হওয়ায় তালা উপজেলার বিভিন্ন গরু ও ছাগলের হাটগুলোতে ক্রেতাদের উপচেপড়া ভিড় লক্ষ্যণীয়। যে যার সাধ্য অনুযায়ী মোটাতাজা পশু ক্রয়ের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের পোশাক এবং জুতার দোকানে ক্রেতাদের ঠেলাঠেলি করে মালামাল ক্রয় করতে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলার কপোতাক্ষ অববাহিকার বন্যাকবলিত ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় ১ লাখ অসহায় মানুষ তাদের পরিবার-পরিজন নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে খোলা আকাশের নিচে মানবেতর জীবনযাপন করলেও তাদের কান্না কেউ শোনে না। ফলে হাজার হাজার পরিবারের এবারও ঈদ করতে হবে সড়ক-মহাসড়কের ওপর ও আমবাগানসহ বিভিন্ন স্কুল-কলেজে। আর এ নিয়ে দুটি ঈদের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হতে হবে এসব পরিবার ও তাদের কয়েক হাজার কচি মনের শিশু এবং কিশোরকে। এই সন্তানদের কষ্ট বা তাদের মলিন মুখের দিকে তাকিয়ে পিতা-মাতার নীরবে চোখের পানি ঝরানো ছাড়া আর কোন উপায় নেই। কারণ ত্রাণ থেকে বঞ্চিত ক্ষুধার্ত পরিবারের কর্তারা লোকের ক্ষেত-খামারে আবার অনেকে ভ্যান চালিয়ে সেই সামান্য আয়ে কোনরকমে তাদের বউ-বাচ্চাদের মুখে দু'মুঠো লবণভাত তুলে দিতে হিমশিম খাচ্ছে। অনেক পরিবারের গৃহবধূরাও ক্ষুধার যন্ত্রণায় লজ্জা-শরম ত্যাগ করে পরের বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে চলেছে। তাহলে এসব হতদরিদ্র মানুষের পক্ষে কি করে সম্ভব তাদের ছেলেমেয়েদের ঈদ উপলক্ষে নতুন বস্ত্র পরিধান করানো? সেমাই-চিনি কেনাও যেন তাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। সরেজমিন উপজেলার বন্যাকবলিত ইসলামকাটী ইউনিয়ন পরিদর্শনকালে বিগত ৫ মাস যাবৎ ইসলামকাটী বাজারের ওপর রাস্তার দু'ধারে বসবাসকারী ভূমিহীন আনসার সরদারের স্ত্রী ৪ সন্তানের জননী সুফিয়া বেগম (৪৮) জানান, এবার ঈদে তাদের কোন নতুন জামাকাপড় কেনা সম্ভব হচ্ছে না। একই স্থানে বসবাসকারী মৃত এবাদুল সরদারের স্ত্রী মোহরজান বিবি (৬০) বললেন, সারাটি জীবন আমাদের কষ্টে কাটল, এক কাঠা জমিও নেই। আমরা সরকারি জমির ওপর বসবাস করি। ৪টি সন্তান নিয়ে খুব কষ্টে আছি। তারপর স্বামী নেই, এই বয়সে পরের বাড়িতে থালাবাটি পরিষ্কার ও বিভিন্ন কাজ করে কোনরকমে বেঁচে আছি। এছাড়া মফিদুল সরদারের স্ত্রী মঞ্জুয়ারা (৪০) জানান, তাদের কোন নতুন জামাকাপড়ের দরকার নেই। তার একমাত্র শিশুকন্যা রুম্পা (৬)-এর জন্য নতুন বস্ত্র কেনার জোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এই ব্যক্তিদের বাড়ি থেকে এখনো বন্যার পানি নামেনি। কবে নাগাদ পানি নেমে যাবে তাও তারা বলতে পারে না। এ পর্যন্ত তারা সরকারিভাবে ৬ দফায় ৮ কেজি চাল ছাড়া পর্যাপ্ত পরিমাণে ত্রাণ পায়নি। স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যানের কথা বলতে গিয়ে বলেন, তিনি তাদের সাহায্য করা তো দূরের কথা রাস্তা দিয়ে গেলে একবারও ডেকে জিজ্ঞাসা করেন না, তারা কেমন আছে। এ ধরনের হৃদয়বিদারক ঘটনা এই ব্যক্তিদের ছাড়াও বন্যাকবলিত সকল না খাওয়া মানুষের। সরকারি এক জরিপ সূত্রে জানা গেছে, গত ৫ মাস আগে কপোতাক্ষ নদের উপচেপড়া পানি ও উজান হতে ধেয়ে আসা বন্যার পানিতে তালা উপজেলার ১২টি ইউনিয়নে ২৮০টি গ্রামে বসবাসকারী ২ লক্ষাধিক মানুষের মধ্যে ৯টি ইউনিয়ন হচ্ছে– সরুলিয়া, কুমিরা, নগরঘাটা, ইসলামকাটি, তেঁতুলিয়া, মাগুরা, তালা সদর, জালালপুর এবং খেশরা। এসব ইউনিয়নের ৭৮টি গ্রামের ১৫ হাজার ৫ শ' পরিবারের ৬৯ হাজার ৭ শ' ৫০ জন মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়ে। ওই সময় প্রায় ৫ হাজার কাঁচা ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হওয়াসহ বহু গাছপালা, গবাদি পশু, হাঁস-মুরগি, ঘেরের মাছ ও সদ্য রোপণকৃত সাড়ে চার হাজার একর জমির আমন ধানের আবাদ এবং বিভিন্ন সবজির ক্ষেত পানিতে তলিয়ে গেছে। প্রায় ১০ কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গেছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো স্থায়ী জলাবদ্ধতার শিকার হয়েছে। সকল শ্রেণীর মানুষকে পরিবার-পরিজন নিয়ে মাথা গোঁজার ঠাঁই হিসেবে বেছে নিতে হয়েছে স্থানীয় সড়ক, স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসাসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। খোলা আকাশের নিচে সবাই মিলে গাদাগাদি করে বসবাস করতে যেয়ে জীবনযাত্রা যেন স্থবির হয়ে পড়েছে। এসব আশ্রয় শিবিরে অনেক জায়গায় দেখা দিয়েছে বর্ণবৈষম্য। এদিকে প্রতিটি রাত যেন তাদের

কাছে কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। একদিকে সাপ, বিচ্ছুসহ বিভিন্ন পোকামাকড়ের আতংক, অন্যদিকে সম্মানের ভয়। তবে তালার বন্যাকবলিত এসব মানুষের বর্তমান অবস্থা নিয়ে ইনকিলাবসহ দেশের বিভিন্ন পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে সচিত্র প্রতিবেদন ফলাও করে প্রকাশিত হলেও সেসব সংবাদ হয়তো কোন হৃদয়বান ব্যক্তির দৃষ্টিগোচর হয়নি।

আক্কাসের চিকিৎসায় সাহায্যের আবেদন

অভ্যন্তরীণ ডেস্ক

মাদারীপুর জেলার তেলীকান্দি গ্রামের আবদুল ঘরামীর ছেলে মোঃ আক্কাস। গত দু'বছর ধরে জটিল রোগে আক্রান্ত। তার দুটি বাল্বই নষ্ট। নতুন বাল্ব প্রতিস্থাপন করতে না পারলে তার মৃত্যু দ্বারপান্তে। তিনি এখন জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের অধ্যাপক ডাঃ আবুল হোসেইন খান চৌধুরীর অধীনে চিকিৎসাধীন আছেন। চিকিৎসকের মতে, তার চিকিৎসার জন্য প্রায় ১ লাখ টাকা লাগবে। তার দরিদ্র পিতার পক্ষে এত টাকা যোগাড় করা সম্ভব নয়। তাই তিনি দেশের বিত্তবান ও হৃদয়বান ব্যক্তির কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন।

সাহায্য পাঠানোর ঠিকানা– মোঃ আক্কাস,

সঞ্চয়ী হিসাব নং-০০২০৫৬৮৬/৬

ডিস্ট্রিলারী রোড শাখা, ধুপখোলা

সোনালী ব্যাংক লিঃ, ঢাকা। মোবাঃ ০১৯১৩৭৬৮৬৮১।

কালকিনিতে পাবসস'র ভবন উদ্বোধন

কালকিনি (মাদারীপুর) উপজেলা সংবাদদাতা

মাদারীপুরের কালকিনি উপজেলার কাজিবাকাই এলাকার মাইজপাড়া গ্রামের মধুখালী পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) লিঃ'র অফিস ভবন গত বুধবার উদ্বোধন করা হয় এবং অফিস কক্ষে স্থানীয় লোকজন ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সমিতির সভাপতি সালাহ্ উদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা প্রকৌশলী অফিসের ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প ২-এর প্রকল্প পরিচালক মোঃ মশিউর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মীর গোলাম ফারুক, ইউএনও হাবিবুর রহমান ও মাদারীপুর জেলা নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ আশরাফুল ইসলাম। আলোচনা করেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা নিত্যরঞ্জন বিশ্বাস, উপজেলা প্রকৌশলী স্বপন কুমার গুহ, উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা আমিনুল ইসলাম, কাজিবাকাই এলাকার ইউপি চেয়ারম্যান ইসহাক উদ্দিন তালুকদার প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন সমিতির সম্পাদক ইখতিয়ার উদ্দিন।

কাজীপুরে যমুনা নদীর চরাঞ্চলে ডাকাতদের দৌরাত্ম্য

কাজীপুর (সিরাজগঞ্জ) উপজেলা সংবাদদাতা

কোরবানীর ঈদকে সামনে রেখে সিরাজগঞ্জে নৌপথে প্রতিনিয়ত ঘটছে ডাকাতি'র ঘটনা। চরাঞ্চলের হাটগুলোতে আগত সাধারণ ব্যবসায়ী একাধিকবার প্রশাসনের কাছে নিরাপত্তার সহযোগিতার আবেদন করলেও পুলিশ প্রশাসনের নীরবতার কারণে ব্যবসায়ী মহলে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগে জানা যায়,

যমুনা নদীর উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব দিকে সপ্তাহে ২-৩ দিন কাজীপুরের নাটুয়ারপাড়া ও সিরাজগঞ্জের সদরের রূপসা, নলিনে জমজমাট হাট বসে। হাটে বগুড়া ও সিরাজগঞ্জ শহর থেকে শুরু করে বিভিন্ন জেলার শত শত ব্যবসায়ী আসেন। চরাঞ্চলের হাটগুলো গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি ও কৃষি পণ্যের জন্য বিখ্যাত। ব্যবসায়ীরা হাট থেকে গরু, ছাগল ও কৃষিপণ্য ক্রয় করে বিভিন্ন জেলায় বিক্রি করে থাকে। হাটের ব্যবসায়ীরা সিরাজগঞ্জ শহর থেকে নদীপথে শ্যালো নৌকা যোগে হাটে যাতায়াত করে। ঈদকে সামনে নদী পথে যাতায়াতকারী ব্যবসায়ীদের নদীর মাঝ পথে সাচালিয়ার চর নামক স্থানে ডাকাতরা শ্যালো নৌকা থামিকে অস্ত্রের মুখে সর্বস্ব ছিনিয়ে নেবার ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটছে। হাটের দিনে নদী পথে পুলিশ প্রহরার কথা থাকলেও অজ্ঞাত কারণে ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না। পুলিশ টহল না থাকায় হাট থেকে ফেরার পথে রাতের অন্ধকারে যমুনা নদীর মাঝে ওঁতপেতে থাকা ডাকাত দল হাটের নৌকা থামিয়ে ব্যবসায়ীদের সর্বস্ব ডাকাতি করে নিচ্ছে অনায়াসে। ভুক্তভোগী ব্যবসায়ীরা জানান ঈদের সামনে হাটের একটি যাত্রীবাহী শ্যালো নৌকাতে নগদ টাকাসহ প্রায় ৪/৫ লাখ টাকার মালামাল বহন করে। ঈদকে সামনে নদী পথে ডাকাতির ভয়ে ব্যবসায়ীরা জানমালের নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন।

শৈলকুপা স্বাস্থ্যকমপ্লেক্স

খামখেয়ালিপনায় সেবার মান ম্রিয়মাণ

শৈলকুপা (ঝিনাইদহ) উপজেলা সংবাদদাতা

জনবহুল ও অপরাধপ্রবণ ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের এখন বেহালদশা। বিশেষ করে ৫ জন সিনিয়র নার্সের নানা অজুহাত ও খামখেয়ালিপনার শিকার হচ্ছে রোগীরা। কর্তব্যরত নার্স না থাকায় হরহামেশা ইনডোরে থাকা রোগী মারা যাচ্ছে। হাসপাতালের ৫ সিনিয়র স্টাফ নার্সের কর্মস্থল শৈলকুপা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স। সরকারি বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিচ্ছেন এখান থেকেই। অথচ নিজেদের ব্যক্তিগত খামখেয়ালিপনা ও সরকারি নির্দেশনা অমান্য করে বছরের পর বছর ডেপুটেশনে থাকছেন খুলনা বিভাগের বিভিন্ন স্থানে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ১৯৯৭ সাল থেকে বেশিরভাগ নার্স ডেপুটিশনের নামে এভাবে লুকোচুরি করছেন কর্মস্থলে না থেকে। ১৯৯৭ সালে প্রেষণে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যোগ দেন শৈলকুপা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের নার্সের সুপারভাইজার রোকেয়া খাতুন। ২০০২ সালে ঝিনাইদহ সিভিল সার্জনের বিশেষ আদেশে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে যোগ দেন শৈলকুপা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সিনিয়র স্টাফ নার্স পুতুল রানী ব্যাপারী। ২০০৭ সালে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেষণে যান শৈলকুপা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সিনিয়র স্টাফ নার্স স্বরস্বতী রানী বিশ্বাস। চলতি ২০০৯ সালের প্রথম দিকে খুলনার একই হাসপাতালে সাময়িকভাবে যোগ দেন শৈলকুপা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সিনিয়র স্টাফ নার্স নিলিমা ভৌমিক। গত ২ মাস আগে যশোর জেনারেল হাসাপাতলে প্রেষণে গেছেন শৈলকুপা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সিনিয়র স্টাফ নার্স ফাহিমা খাতুন। মোট ১১ জন নার্সের মধ্যে এভাবে একের পর এক নার্স নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী কর্মস্থলে থেকে রোগীদের সাথে প্রতারণায় নেমেছেন। নানা অজুহাত দেখিয়ে কাটাচ্ছেন বছরের পর বছর। অথচ নিজ কর্মস্থলে না থাকায় ঝিনাইদহের জনবহুল শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আগত রোগীরা সময় কাটাচ্ছেন জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে থেকে। ১১ জনের মধ্যে বাকি ৬ জন নার্স হাসপাতালে থাকলেও তাদের মধ্যে ১ জন ট্রেনিংয়ে বরিশাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। আর বাকিদের অবস্থা বিপরীত। রোগী নিয়ে ২৪ ঘণ্টা ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে কর্মস্থলে, নেই কোন বিরাম বা সময়। এদিকে অপরাধপ্রবণ এই হাসপাতালে ২৪ ঘণ্টায় ব্যস্ত থাকতে নার্স-ডাক্তারদের হানাহানি, সহিংসতাসহ নানা ধরনের রোগীতে তিল ধারণের ঠাঁই থাকে না হাসপাতালের ইনডোর ও আউটডোরে। অনুসন্ধানে জানা গেছে, শৈলকুপা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের টিএইচএ গত ১৫ সেপ্টেম্বর প্রেষণে কর্মরত সিনিয়র স্টাফ নার্সদের নিজ কর্মস্থলে ফেরতের জন্য পরিচালক চিঠি পাঠান। এর প্রেক্ষিতে গত অক্টোবরের ৮ তারিখে ঢাকা সেবা পরিদপ্তর থেকে জনস্বার্থে শৈলকুপা সিনিয়র স্টাফ নার্স পুতুল রানী, নিলিমা ভৌমিক ও স্বরস্বতী রানীর প্রেষণ আদেশ প্রত্যাহার করে অবিলম্বে কর্মস্থলে যোগদানের নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু সিনিয়র

স্টাফ নার্সরা সে সরকারি আদেশ থোরাই কেয়ার করেছে। আজ পর্যন্ত কর্মস্থলে যোগ দেননি। এদিকে নিরুপায় হয়ে গত নভেম্বরের ৭ তারিখে উপজেলা স্বাস্থ্য সমন্বয় কমিটির এক বৈঠকে ১০ কর্মদিবসের মধ্যে নিজ কর্মস্থলে যোগদানের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। একই সাথে উল্লেখ করা হয়, আগের আদেশ অনুযায়ী নিজ কর্মস্থলে যোগদান না করায় স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নে চরমভাবে বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে। হাসপাতাল হতে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী গত বুধবার পর্যন্ত এসব নার্স কর্মস্থলে যোগ দেননি। এখন শৈলকুপাবাসী প্রশ্ন তুলেছে এই নার্সদের খুঁটির জোর নিয়ে। প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী হয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ কিভাবে একের পর এক অমান্য করছে, সে বিষয়টি খতিয়ে দেখার দাবি জানিয়েছে বিভিন্ন রোগী ও অভিভাবকমহল। হাসপাতালে গিয়ে দেখা গেছে, নার্স স্বল্পতার কারণে ভর্তিকৃত রোগীরা তাদের পর্যাপ্ত সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, একই সাথে রোগী মৃত্যুর ঘটনাও ঘটছে। হাসপাতালে আজমিনা নামের এক মহিলা প্রচণ্ড জ্বর নিয়ে তার শিশুপুত্র রাসেলকে ভর্তি করেছে। কিন্তু তিনি অভিযোগ করলেন, সময়মতো ডাক্তার, নার্স কোন কিছুই পাচ্ছে না। এরকম অভিযোগ আগত সকল রোগীর।

এদিকে হাসপাতালের ৫ জন নার্স ডেপুটেশনে থাকা প্রসঙ্গে শৈলকুপা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের টিএইচএ আব্দুল খালেক জানান, কয়েকদফা চিঠি দেয়া হয়েছে এবং শীঘ্রই কর্মস্থলে যোগ দেবেন বলে তিনি আশা করেন। তিনি স্বীকার করেন, নার্স না থাকার কারণে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে রোগীরা।

ঈশ্বরগঞ্জে ইউপি চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ

ঈশ্বরগঞ্জ (ময়মনসিংহ) উপজেলা সংবাদদাতা

উপজেলার ৬নং মাইজবাগ ইউপি চেয়ারম্যান আ: রাজ্জাকের বিরুদ্ধে স্থানীয় লক্ষীগঞ্জ বাজারে দোকান বরাদ্দের নামে প্রতারণা ও অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ পাওয়া গেছে। ঈশ্বরগঞ্জ থানায় দায়েরকৃত এজাহার সূত্রে জানা যায়, গত জোট সরকারের সময় স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক লক্ষীগঞ্জ বাজার সংস্কারের জন্য অবৈধ দোকানপাট উচ্ছেদ করে বাজারের জায়গা খালি করা হয়। এ সুযোগে চেয়ারম্যান রাজ্জাক বাজারে দোকান বরাদ্দের নাম করে উপজেলার বড় ডাংরী গ্রামের ফারুক, সবুজ, নজরুল, কাইউম, এনামুল, আজিমউদ্দিন, আব্দুস ছামাদ, বড়জোড়া গ্রামের মোখলেসুর রহমান, রাশিদ, রাসেল, রুহুল আমীন, দুলাল, ছাত্তার, উজ্জল, কদুখালী গ্রামের জব্বার, ডাংরী গ্রামের ফারুক ও টাংগনগাতী গ্রামের শফিকুলের কাছ থেকে সর্বোচ্চ ১৫ হাজার টাকা করে মোট ১ লাখ ৯২ হাজার টাকা আত্মসাত করে। এ ব্যাপারে মাইজবাগ ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুর রাজ্জাক জানান, লক্ষীগঞ্জ বাজারের জায়গা বরাদ্দ দেয়ার দায়িত্ব উপজেলা এ.সি. ল্যান্ডের, আমার নয়। এ ব্যাপারে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) বদরুল হাসান লিটন ইনকিলাবকে জানান, বাজারের বৈধ ব্যবসায়ীগণের মাঝে কোন টাকা পয়সা ছাড়াই দোকানের জায়গা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। যার তালিকা ওই অফিসে সংরক্ষিত আছে। এছাড়া চেয়ারম্যান যদি ব্যক্তিস্বার্থে কারো কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করেন, তার দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট চেয়ারম্যানের।

দেড় শতাধিক শিক্ষক পরিবারে দুর্দিন

বোরহানউদ্দিন (ভোলা) উপজেলা সংবাদদাতা

অনিশ্চয়তা আর অভাবে কাটছে ভোলার বোরহানউদ্দিনের দেড় শতাধিক নন-এমপিভুক্তও প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক পরিবারের জীবন। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারী সরকারি নীতিমালা অনুসারে পাঠদানের পর একাডেমিক স্বীকৃতি লাভ করে ৬ থেকে ৮ বছর ধরে শিক্ষাদান করে আসছেন। কিন্তু এমপিওভুক্ত হতে পারেনি। সূত্রমতে, জোট সরকারের আমলে ২০০৪ সালের ১৯ মে এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সব বেসরকারি স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসার এমপিওভুক্তি বন্ধ করে দেয়া হয়। ক্ষমতা ছাড়ার এক থেকে দু’দিন আগে বিশেষ আদেশে সারাদেশ থেকে মাত্র আটটি প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দুই বছরের

শাসনামলে এ বিষয়ে কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর ১২২ কোটি টাকা এমপিও খাতে বরাদ্দ রেখেছে। ওই বরাদ্দ থেকে ৯০০ থেকে ১ হাজার ১০০ প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির প্রক্রিয়া চলছে। কিন্তু ১৫টিরও বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমপিওভুক্তির জন্য অপেক্ষমাণ থাকলেও বরাদ্দ থেকে বোরহানউদ্দিন-দৌলতখান উপজেলায় ৫-৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করা হয়নি। ফলাফলের দিক থেকে বরিশাল বোর্ডে সেরা ১০-এ স্থান পাওয়া এবং একাধিকবার ভাল ফলাফল লাভ করেছে মনিরাম হাফিজ ইব্রাহিম মহাবিদ্যালয়। এছাড়া কুঞ্জেরহাট ইপি মহাবিদ্যালয়, হালিমা খানম মহাবিদ্যালয়, দক্ষিণ বাটামারা জৈনপুরী দাখিল মাদ্রাসা, চরআলগী নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, পক্ষিয়া দাখিল মাদ্রাসা, কুঞ্জেরহাট দাখিল মাদ্রাসা, নাইম বাজার দাখিল মাদ্রাসা, চরআলগী ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা, সাচড়া নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, ছোটপাতা তালুকদার বাড়ি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, পশ্চিম কাচিয়া বতনপুর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, রানীগঞ্জ আদর্শ নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছাড়াও দুটি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তি না হওয়ায় এসব প্রতিষ্ঠানে কর্মরত দেড় শতাধিক শিক্ষক পরিবারের সদস্যরা মানবেতর জীবন-যাপন করছে।

শান্তাহার হাসপাতাল ভবনে মাদকের হাট

আদমদীঘি (বগুড়া) উপজেলা সংবাদদাতা

বগুড়ার সান্তাহার হাসপাতালটি উদ্বোধনের ৩ বছর অতিবাহিত হলেও অদ্যাবধি কোন চিকিৎসাসেবা চালু না হওয়ায় মাদকসেবী ও অপরাধী চক্রের আস্তানায় পরিণত হয়েছে। সন্ধ্যা নামার সাথে সাথে হাসপাতাল ক্যাম্পাস দখল করে নেয় অপরাধী চক্র ও মাদকসেবীর দল। গভীর রাত পর্যন্ত হাসপাতাল ক্যাম্পাসের ভেতর চলে মাদক সেবন ও মাদকের অবাধ বেচাকেনা। মাদকসেবী ও বিক্রেতারা প্রভাবশালী হওয়ার কারণে এলাকাবাসী এ চক্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সাহস পায় না। বর্তমানে হাসপাতালটির তদারকির দায়িত্বে কেউ না থাকায় এর দখল চলে গেছে অপরাধী চক্রের কবলে। হাসপাতাল ভবনের সকল কামরায় এখন চলে মাদক সেবনসহ নানা ধরনের অসামাজিক কার্যকলাপ। সান্তাহার রথবাড়ী এলাকার বাসিন্দা শহীদ আহসানুল হক ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ আসাদুল হক বেলাল জানান, মাদকসেবী ও মাতালদের অত্যাচারে সন্ধ্যার পর এলাকার লোকজন বাসা থেকে বের হতে পারে না। তিনি জানান, রথবাড়ী এলাকায় সান্তাহার শহরের বেশিরভাগ সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত মানুষ বসবাস করে। এখানে মুসলমানদের একটি পুরনো মসজিদ ও হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের প্রধান মন্দির থাকায় অসংখ্য মানুষ ধর্মীয় কাজে এ এলাকায় অবস্থান করে। কিন্তু বর্তমানে হাসপাতালটি ঘিরে নানা ধরনের অপকর্ম সংঘটিত হওয়ায় এবং অপরাধী চক্রের অবাধ বিচরণের কারণে এলাকার বাসিন্দাদের স্বাভাবিক চলাচল ব্যাহত হচ্ছে। হাসপাতালের আশপাশে সহজেই মাদকদ্রব্য পাওয়া যাওয়ায় কলেজ ও স্কুলপড়ুয়া ছাত্ররা মাদকের ভয়াবহ নেশায় জড়িয়ে পড়ছে। সান্তাহার পৌরসভার কাউন্সিলর মাহাবুবুল হাসান জানান, হাসপাতালটি দেখাশুনার দায়িত্বে কেউ না থাকায় মাদকসেবীরা হাসপাতালের মূল্যবান সামগ্রী খুলে নিয়ে বিক্রি করে দিচ্ছে। সান্তাহার পৌরসভার মেয়র ফিরোজ মোঃ কামরুল হাসান জানান, জোট সরকার এলাকার মানুষের জন্য ২০ শয্যাবিশিষ্ট সান্তাহার হাসপাতালের নির্মাণ কাজ শুরু করেছিল। কিন্তু হঠাৎ করেই নির্মাণ কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় হাসপাতালটি এখন অপরাধীদের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। তিনি সরকারের কাছে দ্রুত হাসপাতালটির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করে এর কার্যক্রম চালু করার আহ্বান জানান। এ ব্যাপারে সান্তাহার শহর পুলিশের উপ-পরিদর্শক (টিএসআই) মুজিবর রহমান জানান, শুধু সান্তাহার হাসপাতাল এলাকা নয়, সমগ্র সান্তাহার পৌর এলাকা থেকে মাদক নির্মূল ও এর বিক্রেতা এবং সেবনকারীদের বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

নদীর গতিপথে বাঁধ দিয়ে মাছ চাষ!

শ্রীপুর (গাজীপুর) উপজেলা সংবাদদাতা

শ্রীপুর কালিয়াকৈর উপজেলার সীমান্তবর্তী নিজ মাওনা গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া শালদহ নদীর গতিপথ

পরিবর্তন করে প্রায় ৬ একর নদী অবৈধভাবে জবরদখল করে মাছ চাষ করছেন প্রভাবশালীরা। নদীর গতিপথ পরিবর্তন করায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে পার্শ্ববর্তী জমির মালিকরা। জানা যায়, শ্রীপুর কালিয়াকৈর উপজেলার সীমান্তবর্তী দিয়ে বয়ে যাওয়া শালদহ নদীটি বিগত এসএ ও আরএস রেকর্ডে নকশায় নদীর গতিপথ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। স্থানীয় প্রভাবশালী মহল সুপরিকল্পিতভাবে নদীর গতিপথে বাঁধ দিয়ে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেয়ার সময় গ্রামবাসীরা বাধা দেয়। প্রভাবশালীরা গ্রামবাসীদের বাধা উপেক্ষা করে প্রকৃত শালদহ নদীর উপরে বাঁধ নির্মাণ করে অবৈধভাবে নদীর গতি অন্যদিকে পরিবর্তন করে দেয়। পরে ওই চক্রটি বাঁধের উজানে প্রায় ৬ একর নদী জবরদখল করে দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে মাছ চাষ করে আসছে। নদীর গতিপথ পরিবর্তন করে অন্যদিকে প্রবাহিত করায় নদীটি ব্যক্তি মালিকানাধীন জমির উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

চলনবিলের সরিষা ক্ষেতে লার্ভা পোকার আক্রমণ

তাড়াশ (সিরাজগঞ্জ) উপজেলা সংবাদদাতা

চলনবিলে সরিষা ক্ষেতে লার্ভা পোকার আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পেতে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট (বিএআরআই) সেক্স ফেরোবোন ফাঁদ পদ্ধতি চালু করেছে। স্থানীয় কৃষি অফিসের সহযোগিতায় গত বৃহস্পতিবার সিরাজগঞ্জ জেলার তাড়াশ উপজেলার বিনোদপুর গ্রামের মাঠে ৫ শতাধিক ফাঁদ পেতে এই পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। কৃষি বিভাগ সূত্রে জানা যায়, গত মৌসুমে জেলার সর্ববৃহৎ শস্য ভাণ্ডার তাড়াশ উপজেলায় প্রায় ২০ হাজার হেক্টর জমিতে (এক লাখ চল্লিশ বিঘা) সরিষা আবাদ করা হয়েছিল। কিন্তু লার্ভা নামক পোকার আক্রমণে সরিষার ব্যাপক ক্ষতিসাধিত হয়। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট (বিএআরআই) কয়েকটি প্রতিনিধি দল ক্ষেত পরিদর্শন শেষে এ বছর লার্ভা পোকার প্রজনন রোধ করতে ফাঁদ পেতে সেক্স ফেরোবোন পদ্ধতি চালু করেছে এবং ক্ষেতে উপকারী পোকার সংখ্যা কম হওয়ায় ব্রাকন নামক ১০ হাজার উপকারী পোকা ছেড়ে দিয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউটের সিনিয়র বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ডঃ সাঈদ নূরুল আলম জানান, কীটনাশক ছাড়াই সেক্স ফেরোবোন ফাঁদ পদ্ধতি ব্যবহার করে লার্ভা পোকার বংশ বিস্তার রোধ করে পোকার দমন করা সম্ভব। সেক্স ফেরোবোন পদ্ধতিতে প্লাস্টিকের একটি বড় মাপের কৌটায় একটি স্মেল বা স্ত্রী পোকাকে রাখা হয়। ফিমেল পোকা স্মেল পেয়ে পুরুষ পোকা ছুটে আসে ওই ফাঁদ পাত্রে। ফাঁদ পাত্রের নিচে ডিটারজেন্ট মেশানো পানিতে পুরুষ পোকাগুলো পড়ে মারা যায়। তাড়াশ সদর মৌজার উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা আদম আলী জানান, তার মৌজায় ২০টি ফাঁদ হতে দৈনিক ২ হাজার পুরুষ পোকা মারা যাচ্ছে। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মিজানুর রহমান জানান, এই পোকাকে দমন না করলে স্ত্রী ও পুরুষ পোকার প্রজননে লাখ লাখ ডিম পেড়ে লার্ভা পোকার জন্ম হবে। এই ফাঁদের পাশাপাশি গবেষণা ইন্সটিটিউটের তৈরি উপকারী পোকা ছাড়া হয়েছে। এই ব্রাকন পোকা ক্ষেতের লার্ভা পোকার জীবাণু ডিম ও অন্যান্য বংশ বিস্তার ধ্বংস করে দেবে।

ভাসমান জাহাজে আমিরাত ফ্রেন্ডস হাসপাতাল

গোপালগঞ্জ জেলা সংবাদদাতা

গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া উপজেলার মধুমতি নদীর উপর ভাসমান জাহাজে আমিরাত ফ্রেন্ডস হাসপাতালে মাসব্যাপী বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান করা হচ্ছে। এ হাসপাতালে ২ জন বিদেশী ডাক্তারসহ ৮ জন দেশী ডাক্তার, ৫ জন ট্যাকনিশিয়ান, ১ জন ফার্মাসিস্ট ও ৫ জন নার্স ও অন্যান্য ১১ জন সর্বমোট ৩০ জন অভিজ্ঞ লোক দ্বারা এ হাসপাতাল পরিচালিত হচ্ছে। মাসব্যাপী এ ভাসমান হাসপাতাল গত ২৮ অক্টোবর থেকে অসহায় গরীব রোগীদের চিকিৎসা প্রদান করেছে এবং প্রতিদিন প্রায় ৩০০ জন রোগীকে চিকিৎসা প্রদান করছে। ২৮ অক্টোবর থেকে ৯ নভেম্বর পর্যন্ত ৩,১৬১ জন রোগীকে চিকিৎসা প্রদান করেছে বলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গেছে। তন্মধ্যে-৫৫ জন উর্টটরটর্ড ওলরথণরধ্র রোগী, ১০ জন ফের্ট্রধড ওলরথণরধ্র রোগী (আগুনে পোড়া), ৫১ জন ঋসডফল্রধশণ ঊণর্ভর্ট রোগী, অবশিষ্ট চক্ষুসহ অন্যান্য রোগী। রোগীদেরকে

বিনামূল্যে ওষুধ ও চশমা দিয়ে চিকিৎসা প্রদান করা

নেত্রকোনার কৃষকের মুখে হাসির ঝিলিক

নেত্রকোনা থেকে এ কে এম আব্দুল্লাহ

নেত্রকোনায় রোপা আমনের বাম্পার ফলন হওয়ায় কৃষকের চোখেমুখে আনন্দের ঝিলিক দেখা দিয়েছে। নেত্রকোনা জেলা মূলত ধান উদ্বৃত্ত এলাকা। প্রকৃতির বৈরী আচরণের পরও সরকারের কৃষিবান্ধব কর্মসূচি ও কৃষকের অক্লান্ত পরিশ্রমের কারণে জেলার বিস্তীর্ণ ফসলি জমিতে রোপা আমন শোভা পাচ্ছে। থোরে থোরে ভরে গেছে ফসলের মাঠ। মৌসুমী হাওয়ায় দুলছে সোনালি ধানের শীষ। চারদিকে মৌ মৌ গন্ধ আর ফসলি জমিতে রাশি রাশি ধান দেখে কৃষকের মন আবেগে আপ্লুত হয়ে উঠেছে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে কৃষকের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম সার্থক হতে চলেছে। তাই তারা আগামীর স্বপ্নে বিভোর। জেলায় এবার রোপা আমনের বাম্পার ফলন হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে শুরু হয়েছে ধান কাটা। কৃষাণ কৃষাণীরা ব্যস্ত ধান কাটা, মাড়াই ও শুকানোর কাজে । কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, জেলায় এবার আমন আবাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ১ লাখ ২৯ হাজার ৫১০ হেক্টর জমি। আবাদ হয়েছে ১ লাখ ৪২ হাজার ৩৭০ হেক্টর। চাল উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ২ লাখ ৮৫ হাজার ১৪০ মেট্রিক টন। লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১৩ হাজার হেক্টর বেশি জমিতে রোপা আমন আবাদ করায় উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে প্রায় ২০ হাজার মেট্রিক টন চাল বেশি উৎপাদিত হবে বলে কর্তৃপক্ষ আশা করছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের শস্য বিশেষজ্ঞ মোঃ সিরাজ আলী জানান, ফসলের মাঝামাঝি সময়ে পোকার আক্রমণ দেখা দিলেও সময়মতো কৃষি বিভাগের মাঠকর্মীরা কৃষকদের পরামর্শ দিয়ে বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে সহায়তা করেন। কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের উপ-পরিচালক মোঃ আবদুল্লাহ ইব্রাহিম জানান, অন্যান্য বছরের তুলনায় এবার বৃষ্টিপাত কম হয়েছে। তারপরও কৃষকরা স্বপ্রণোদিত হয়ে বাড়তি জমি চাষ করেছে। জেলায় এবার আমনের বাম্পার ফলন হয়েছে।

নগরকান্দায় ব্র্যাক ম্যানেজারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ

নগরকান্দা (ফরিদপুর) উপজেলা সংবাদদাতা

আর্সেনিকমুক্ত টিউবওয়েল স্থাপনের ক্ষেত্রে ব্র্যাক (ওয়াস) ম্যানেজার আলাউদ্দিনের বিরুদ্ধে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে। জানা যায়, প্রতিটি টিউবওয়েল স্থাপনের জন্য ৫ হাজার টাকা জমা নেয়ার কথা থাকলেও ব্র্যাক (ওয়াস) ম্যানেজার তার ইচ্ছামত ১০/১২ হাজার টাকা আদায় করছে। সম্প্রতি উপজেলা পরিষদ মিটিং-এ বিষয়টি উত্থাপিত হলে ৫ হাজার টাকার বেশি নেয়া যাবে না মর্মে রেজুলেশন করা হয়। এরপরও সে তার ইচ্ছেমতই ১০/১২ হাজার টাকা করে আদায় করছে। এলাকার ভুক্তভোগী কতিপয় ব্যক্তি বিষয়টি উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান চৌধুরী মারুফ হোসেন বকুলকে জানালে ভাইস চেয়ারম্যান ব্র্যাক (ওয়াস) ম্যানেজার আলাউদ্দিনকে সতর্ক করে দেন। আলাউদ্দিনের বিরুদ্ধে নিম্নমানের স্যানেটারী সামগ্রী তৈরি ও সরবরাহ করারও অভিযোগ রয়েছে। এ ব্যাপারে ব্র্যাক (ওয়াস) ম্যানেজার আলাউদ্দিনের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, এসব পত্রিকায় লিখলেও কিছু হবে না।

ফুটফুটে শিশু সাদের চিকিৎসায় সাহায্যের আবেদন

যশোর ব্যুরো

যশোর জেলার বাঘারপাড়া উপজেলার পাঠানপাইকপাড়া গ্রামের মোক্তার হোসেন খানের একমাত্র ছেলে মেহেদী হাসান সাদের হার্টের ভাল্ব ছিদ্র হয়ে গেছে। ছয় বছরের শিশু সাদ যন্ত্রণায় ছটফট করছে। সে খুলনা

মহানগর ডায়াগনস্টিক ক্লিনিকের হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. পরিতোষ কুমার রায়-এর অধীনে চিকিৎসাধীন। ডাক্তার রায় সাদকে ঢাকার হৃদরোগ হাসপাতালে অথবা ভারতের বেলরে নিয়ে চিকিৎসার পরামর্শ দিয়েছেন। ডা. রায় আরো জানান, চিকিৎসা খরচে প্রায় ১২ লাখ টাকার প্রয়োজন। কিন্তু সহায়-সম্বলহীন দরিদ্র পিতার পক্ষে ছেলের চিকিৎসা ব্যয় বহন করা সম্ভব নয়। তাই তিনি দেশের ও প্রবাসের বিত্তবান দানশীল হৃদয়বান ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট সাহায্য-সহযোগিতার আবেদন জানান।

সাহায্য পাঠানোর ঠিকান– মোক্তার হোসেন খান, হিসাব নং ৯৪১৩, জনতা ব্যাংক, সীমাখালী শাখা, মাগুরা।